সরপুরিয়া-সরভাজার বিপণনে 'সরতীর্থ'

গৌতম ধোনি ■ কৃষ্ণনগর

বর্ধমানের ল্যাংচা হাবের মত নদিয়াতেও তৈরি হচ্ছে মিষ্টি হাব। নাম দেওয়া হয়েছে সরতীর্থ। সরপুরিয়া-সরভাজার আপন দেশ, কৃষ্ণনগরে এ নামেই তৈরি হতে চলেছে মিষ্টি হাব। শুধু কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত সরপুরিয়া, সরভাজা নয়, এই হাবে থাকবে নবদ্বীপের দই, শান্তিপুরের নিখুঁতি, রানাঘাটের পান্তুয়া-সহ জিভে জল আনা জেলার বিখ্যাত সব মিষ্টি। বর্ধমানের শক্তিগড়ে ২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে যে ভাবে ল্যাংচা হাব তৈরি করা হচ্ছে, অনেকটা সে ভাবেই নদিয়ার কৃষ্ণনগরে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ধারে গড়ে তোলা হবে এই হাব। খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকা।

কৃষ্ণনগরের কলেজ মাঠে বর্তমানে চলা রাজ্য হস্তশিল্প মেলায় সরপুরিয়া, সরভাজার একাধিক স্টল হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর এই মেলার উদ্বোধন করতে এসে ক্ষুদ্র শিল্পমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ নদিয়ায় মিষ্টি হাব করার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, 'মিষ্টি হাবের জন্য ইতিমধ্যে নদিয়ার জেলাশাসককে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।' জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, 'কৃষ্ণনগরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি মোটেলের পাশে মিষ্টি হাবের জন্য প্রাথমিক ভাবে জমি বাছাই করা হয়েছে। এক ছাদের তলায় থাকবে মিষ্টি তৈরি ও বিপণণের

কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়া বিপণনে বিশেষ ভূমিকা নেবে মিষ্টি হাব — এই সময়

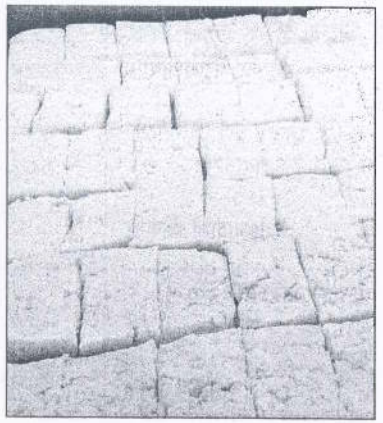

ব্যবস্থা। এজন্য প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করছে প্রশাসন। প্রকল্পটি রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়েছে নদিয়া জেলা পরিষদ।'

জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায় বলেন, 'আমরা দুটো জায়গা দেখেছি। একটা কৃষ্ণনগরে মোটেল সংলগ্ন জমি, অন্যটি কৃষ্ণনগর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে বাহাদুরপুরে। তবে, ঠিক কোথায় মিষ্টি হাব হবে, তা কয়েক দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে।' নদিয়ার এই জেলা শহরে একশোরও বেশি মিষ্টির দোকান রয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলি বহু পুরোনো। ঘূর্ণির মাটির পুতুল দেখতে ফি-বছর বহু মানুষ ভিড় করেন কৃষ্ণনগরে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবাড়ি চত্বরে এসে অনেকে আবার উঁকি দিয়ে জানতে চান, গোপাল ভাঁড়ের ঠিকানা। এখানকার রোমান ক্যাথলিক চার্চ, আনন্দময়ী কালী মন্দির ইত্যাদি দেখতেও বহিরাগতরা আসেন।

জেলা সদর বলে চৈতন্যধাম নবদ্বীপ-মায়াপুর, বেথুয়াডহরী অভয়ারণ্য, বৈষ্ণবতীর্থ শান্তিপুর, কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়ায় বেড়াতে এসে, বাইরের লোককে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষ্ণনগরে আসতেই হয়। এলে সরপুরিয়া-সরভাজার রসে মজে যান পর্যটকরা। যাওয়ার পথে কিনেও নিয়ে যান। কৃষ্ণনগর মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার সমিতির সম্পাদক নিত্যরঞ্জন গোপ বলেন, 'সরকারি উদ্যোগে মিষ্টি হাব তৈরি হলে এক জায়গায় জেলার বিখ্যাত সব মিষ্টির স্বাদ নিতে পারবেন পর্যটকরা।' কৃষ্ণনগরের একটি পুরোনো মিষ্টির দোকানের মালিক গৌতম দাস বলেন, 'গোটা দেশে তো বটেই, এমনকি বিদেশেও পৌঁছে গিয়েছে এখানকার বিখ্যাত সরপুরিয়া, সরভাজা। সরকারি উদ্যোগে এক ছাদের তলায় মিষ্টি তৈরির কারিগরদের আনার চেষ্টা চলছে। পরিকল্পনা রূপায়ণ হলে, কৃষ্ণনগরের মুকুটে আরও একটি পালক যোগ হবে।'

সরপুরিয়া, সরভাজার জিআই রেজিস্ট্রেশন বা ভৌগলিক পরিচয় জ্ঞাপক নিবন্ধনের জন্য ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন জানিয়েছে কৃষ্ণনগর মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার সমিতি। নদিয়া জেলা শিল্প কেন্দ্রের আধিকারিক নিরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'এখানকার মিষ্টি ব্যবসায়ীদের সংগঠন তাদের দপ্তরের মাধ্যমে জিআই নথিভুক্তর জন্য আবেদন করেছে। তবে সার্টিফিকেট এখনও হাতে আসেনি।'

এই সময়. ৩/১/১৭

Office of the Dist. Information & Cultural ... Nadia